চবি ক্যাম্পাস থমথমে, তিন শিক্ষার্থী লাইফ সাপোর্টে

চট্টগ্রাম ব্যুরো ও চবি সংবাদদাতা
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০০ এএম

স্থানীয় গ্রামবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষে চট্টগ্রাম বিশ^বিদ্যালয়ের (চবি) আহত শিক্ষার্থীদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তাদেরকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। সংঘর্ষের পর গতকাল সোমবার দ্বিতীয় দিনের মতো থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। সংঘাতের ঘটনায় গতকাল পর্যন্ত কোনো মামলা দায়ের হয়নি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কাউকে আটকও করেনি। তবে গ্রেপ্তার আতঙ্কে পুরুষশূন্য হয়েছে পড়েছে চট্টগ্রাম বিশ^বিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট সংলগ্ন জোবরা গ্রাম। ঘটনা তদন্তে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

পরিস্থিতির উন্নয়নে হাটহাজারী উপজেলা প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারির সময়সীমা আজ মঙ্গলবার রাত ১২টা পর্যন্ত বর্ধিত করেছে। গতকাল দুপুরে ১৪৪ ধারা জারির সময়সীমা শেষ হওয়ার পর উপজেলা প্রশাসন এ ঘোষণা দেয়। পুলিশ, র‍্যাব ও

সেনাবাহিনী ক্যাম্পাসে অবস্থান করছে। এ ছাড়া সময়সীমা বাড়িয়ে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সব ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

গত শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টা থেকে রবিবার বিকাল ৩টা পর্যন্ত ক্যাম্পাস-সংলগ্ন জোবরা গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে চবির শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। এতে দুই পক্ষের অন্তত ৫০০ জন আহত হন। জোবরা গ্রামে বিশ^বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে তার ভাড়া বাসার দারোয়ান মারধর করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

গতকাল সোমবার সকালে সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, ক্যাম্পাস অনেকটাই ফাঁকা। এখানে-সেখানে দুয়েকজন শিক্ষার্থীর উপস্থিতি দেখা গেলেও স্বাভাবিক সময়ে এসব জায়গা কোলাহলে মুখর থাকে।

জোবরা গ্রামে নিস্তব্ধতা : শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে ১৪৪ ধারা জারির পর থেকে জোবরা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রেপ্তার আতঙ্ক। গ্রামে অনেকটা পুরুষশূন্য অবস্থা বিরাজ করছে। ঘরবাড়িতে শুধু নারী ও শিশুরা রয়েছেন।

লাইফ সাপোর্টে তিন শিক্ষার্থী : ওই সংঘর্ষে গুরুতর আহত তিন শিক্ষার্থীকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত : সংঘর্ষের ঘটনায় আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চবির পূর্ব নির্ধারিত সব ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত করেছে কর্তৃপক্ষ।

তদন্ত কমিটি গঠন : শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনায় ২১ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছে প্রশাসন।

মামলা হয়নি, নেই গ্রেপ্তার : রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দুই দিন পেরোলেও কোনো মামলা হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ঘটনায় জড়িত কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।